120

তারিখ 22 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

দৈনিক ইত্তেফাক

কাহারও অযৌক্তিক দাবীর কারণে ডাকসু নির্বাচন পিছাইবে না ...... ভাইস চ্যান্সেলর

রেজানুর রহমান ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমেদ বলিয়াছেন, ডাকসু নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ও ঐতিহ্য রক্ষার লক্ষ্যেই নির্ধারিত ১২ই এপ্রিল তারিখে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। গতকাল (সোমবার) এক সাক্ষাৎকারে ভিসি এই কথা বলেন। ভিসি বলেন,

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

ভাইস চ্যান্সেলর

(১ম পৃ: পর)

দীর্ঘ ৩ বছর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ডাকসু নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা দরকার। বিগত সময়গুলির তুলনায় ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি অনেক শান্ত। এই সময়ে ডাকসু নির্বাচন না হইলে আমরা অনেক পিছনে পড়িয়া যাইব।

ভিসি বলেন, নির্বাচন যাহাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় তাহার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হইতেছে। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকল মহল ও ছাত্র সংগঠনের সহিত বৈঠক করা হইয়াছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পর্যাপ্ত সময় রাখিয়া নির্বাচনের তারিখ ও নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়। কাহারও অযৌক্তিক দাবীর প্রেক্ষিতে ডাকসু নির্বাচনের তারিখ পিছাইবে না।

উল্লেখ্য, ১লা মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্বাচনী তফসীল ঘোষণা করেন। তফসীল অনুযায়ী আগামীকাল ২৩শে মার্চ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন। হরতালের কারণে ভোটার তালিকা প্রকাশে একদিন বিলম্ব হইতে পারে। গতকাল (সোমবার) হইতে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হইয়াছে। ২৭শে মার্চ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষদিন। ২৮শে মার্চ বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হইবে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ৩১শে মার্চ। ২রা এপ্রিল প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হইবে।

দুই-একটি ছাত্র সংগঠন ছাড়া অধিকাংশ ছাত্র সংগঠনের পক্ষ হইতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শুরু হইয়াছে। তবে নির্বাচন আদৌ হইবে কিনা এই নিয়া ক্যাম্পাসে এখনও ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে।

একটি সূত্র জানায়, ডাকসু নির্বাচনের আর মাত্র ২১ দিন বাকি থাকিলেও প্রায় সকল ছাত্র সংগঠনই আভ্যন্তরীণ সংকট কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। ছাত্রলীগের দাবী তাহারা ৫টি হলে সাংগঠনিক কার্যক্রম অবাধে করিতে পারিতেছে না। অপরদিকে ছাত্রদলের মধ্যেও আভ্যন্তরীণ সংকট চাড়া দিয়া উঠিয়াছে।